3297 - শরয়ি ওসলিা ও বদিাতী ওসলিা

প্রশ্ন

আমি ওসলিা সম্পর্কে এটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি জানি কিউে যদি কবররে কাছে ওসলিা তলব করে অথবা মৃত ব্যক্তরি কাছে প্রার্থনা করে সটো হবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করা এবং সটো অসঠকি। কন্তিু এই কাজ যারা করে তাদরে একজন বলছে: নকেকার লোকরে কাছে জীবতি অবস্থায় দোয়া চাওয়ার মাঝে ভুলরে কী আছে? অনুরূপভাবে নকেকার মৃত অবস্থায় থাকলওে তার কাছে দোয়া চাওয়ার মধ্যে ভুল কোথায়? আমি এই ভাইকে কীভাবে জবাব দতিে পারি? বধৈ ওসলিা কোনটি এবং অবধৈ ওসলিা কোনটি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

التوسل (তাওয়াস্সুল) শব্দরে আভধিানকি অর্থ নকৈট্য অর্জন। এ অর্থে আল্লাহর বাণী:

يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ

[الإسراء: 57]

“তারা তাদরে রবরে নকৈট্য হাসলিরে জন্য ওসলিা অনুসন্ধান কর।ে”[সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৫৭] অর্থাৎ এমন কছিু যা তাদরেকে আল্লাহর নকিটে নয়িে যাব।ে ওসলিা দুই প্রকার: শরয়িত অনুমোদতি ওসলিা ও নষিদ্ধি ওসলিা:

শরয়িত অনুমোদতি ওসলিা:

সটো হলো আল্লাহ্র কাছে যা কছিু পছন্দনীয় তথা ওয়াজবি বা মুস্তাহাব ইবাদতগুলোর মাধ্যমে তাঁর নকৈট্য অর্জন করা; চাই স ইবাদতগুলো কথা হোক, কাজ হোক কংিবা বশ্বিাস হোক। এ ওসলিা কয়কে প্রকার:

এক: আল্লাহর নাম ও গুণাবলরি মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য তালাশ করা। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম আছ।ে অতএব তোমরা তাঁকে সসেব নামে ডাকব।ে আর যারা তাঁর নামসমূহ বকিৃত কর,ে তাদরেকে বর্জন করব;ে তাদরে কৃতকর্মরে ফল অচরিইে তাদরেকে দওেয়া হব।ে”[সূরা আল-আরাফ ৭:১৮০] বান্দা আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করার সময় কাম্য বষিয়রে সাথে মানানসই হয় এমন নামকে প্রাধান্য দবি।ে যমেন: দয়া চাওয়ার সময় আর-রহমান (পরম দয়ালু) নামকে

প্রাধান্য দবিে। ক্ষমা চাওয়ার সময় আল-গাফূর (ক্ষমাশীল) নামকে প্রাধান্য দবিে; এভাবে।

দুই: ঈমান ও তাওহীদরে মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বান্দার নকৈট্য চাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলনে: "হে আমাদরে রব! আপনি যা নাযলি করছেনে তার প্রতি আমরা ঈমান এনছেি এবং আমরা এ রাসূলরে অনুসরণ করছেি, কাজইে আমাদরেকে সাক্ষ্যদানকারীদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি।"[সূরা আলে ইমরান ৩:৫৩]

তনি: নকে আমলরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য তালাশ করা। বান্দা রবরে কাছে নজিরে বশিুদ্ধতম ও আশাপ্রদ আমলরে মাধ্যমে চাইবে। যমেন: নামায, রোযা, কুরআন তলিাওয়াত ও হারাম থকেে বঁচেে থাকা প্রভৃতি। এর উদাহরণ হচ্ছে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে বর্ণতি বশিুদ্ধ হাদীসে বর্ণতি ঘটনা। ঘটনাটি হলো, তনিজন ব্যক্তি গুহায় প্রবশে করার পর পাথর পড়ে গুহার প্রবশেদ্বার বন্ধ হয়ে গলে। তখন তারা নজিদেরে সবচয়েে বশেি আশাপ্রদ আমলরে মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চায়। এর আরো উদাহরণ হলো: বান্দা আল্লাহ্র কাছে নজিরে মুখাপক্ষেতিা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে চাওয়া; যমেনটা আল্লাহ তায়ালা তার নবী আইয়ূব আলাইহসি সালাম থকেে উদ্ধৃত করছেনে: "আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়ছেি, আর আপনি তো সর্বশ্রষ্ঠে দয়ালু।" [সূরা আল-আম্বয়িা ২১:৮৩] কংিবা বান্দা নজিরে প্রতি নজিরে অন্যায় উল্লখে করে এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপক্ষেতিা দয়িে চাওয়া; যমেনটা আল্লাহ তায়ালা তার নবী ইউনুস আলাইহসি সালামরে থকেে উদ্ধৃত করছেনে: "আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নইে, আপনি কতই না মহান ও পবত্রি। নশ্চিয়ই আমি অন্যায়কারীদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গছেি।" [সূরা আল-আম্বয়িা ২১:৮৭]

এই বধৈ ওসলিার হুকুম প্রকারভদেে বভিন্নি রকম হবে। কছিু ওসলিা ওয়াজবি, যমেন: আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও তাওহীদরে মাধ্যমে নকৈট্য তালাশ করা। আর কছিু ওসলিা মুস্তাহাব, যমেন: অন্য সব নকে আমলরে মাধ্যমে নকৈট্য চাওয়া।

নষিদ্ধি বদিাতী ওসলিা হলো:

এমন কথা, কাজ ও বশ্বিাসরে মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য অন্বষেণ করা যগেুলো তনিি পছন্দ করনে না বা যগেুলোর প্রতি তনিি সন্তুষ্ট নন। যমেন: মৃতব্যক্তি বা অনুপস্থতি ব্যক্তদিরেকে ডাকার মাধ্যমে কংিবা তাদরে কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র নকৈট্য অন্বষেণ করা। এটা বড় শরিক যা মুসলমি মল্লিাত থকেে বরে করে দয়ে এবং তাওহীদকে বাতলি করে দয়ে। আল্লাহকে ডাকা (দোয়া করা); সটো যাচনাসূচক হোক; যমেন: কল্যাণ লাভ বা ক্ষতি প্রতহিত করার যাচনা কংিবা ইবাদতসূচক হোক, যমেন: তাঁর সামনে বনিীত ও ভঙ্গুর হওয়া; এর কোনোটো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা জায়যে নইে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দশ্যে এমনটা করলে সটো দোয়াতে শরিক। আল্লাহ তায়ালা বলনে: "আর তোমাদরে রব বলছেনে, তোমেরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদরে ডাকে সাড়া দবে। নশ্চিয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদত থকেে বমিুখ থাকে, তারা অচরিইে জাহান্নামে প্রবশে করবে লাঞ্ছতি হয়ে।"[সূরা গাফরি ৪০:৬০] আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তরি পরণিতি বর্ণনা করছেনে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা থকেে অহমকিা করে। সটো অন্য কারো কাছে দোয়া করার মাধ্যমে কংিবা

অহমকিা ও বড়াইয়রে কারণে পুরোপুরভিাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছড়েে দওেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলনে: ‘তোমেরা বনিীতভাবে এবং গোপনে তোমোদরে রবকে ডাকো।” [সূরা আল-আরাফ ৭:৫৫] আল্লাহ তার বান্দাদরেকে নর্দিশে দয়িছেনে তাঁর কাছইে দোয়া করতে; অন্য কারো কাছে নয়। আল্লাহ জাহান্নামবাসীদরে উক্ত উদ্ধৃত করে বলনে: ‘আল্লাহর কসম! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নমিজ্জতি ছলিাম। যখন আমরা তোমোদরেকে সৃষ্টকিুলরে রবরে সমকক্ষ গণ্য করতাম।’[সূরা আশ-শুআরা ২৬:৯৬-৯৭]

যা কছিুর কারণে আল্লাহ ছাড়া ভন্নি কউে ইবাদত ও আনুগত্যে আল্লাহর সমান হয়ে যায় সে সব-ই মহান আল্লাহর সাথে শরিক হসিবেে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আর সে ব্যক্তরি চয়েে বশেি বভি্রান্ত ক,ে যে আল্লাহর পরবির্তে এমন কাউকে ডাকে যে কয়িামতরে দনি পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দবেে না? এবং যারা তাদরে ডাক সম্বন্ধওে বখেবর। আর যখন কয়িামতরে দনি মানুষকে একত্র করা হবে তখন এরা হবে তাদরে শত্রু এবং এরা তাদরে উপাসনাকে অস্বীকার করব।ে’[সূরা আহক্বাফ ৪৬:৫-৬]

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আরও বলনে: ‘আর যে ব্যক্ত আিল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকওে ডাক;ে তার কাছে এর সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বওে; তার হসিাব হবে তার প্রভুর কাছ।ে নশ্চিয় কাফরেরা সফলকাম নয়।” [সূরা আল-মুমীনুন ২৩:১১৭] অর্থাৎ যে ব্যক্ত আিল্লাহর সাথে অন্যকওে ডাকে সইে ব্যক্ত আিল্লাহ্ ছাড়াও সইে অন্যকে ইলাহ হসিবেে গ্রহণ করল বলে আল্লাহ্ উল্লখে করছেনে।

তনি আিরো বলনে: ‘আর আল্লাহকে ছাড়া যাদরেকে তোমেরা ডাকো তারা খজেুররে আঁটরি আবরণরেও মালকি নয়। তোমেরা তাদরেকে ডাকলে তারা তোমোদরে ডাক শুনে না। যদি তারা শুনত তোমোদরে ডাকে সাড়া দতি না। আর কয়িামতরে দনি তারা তোমোদরে এ শরীক স্থাপনকে অস্বীকার করব।ে সর্বজ্ঞরে মত কউে আপনাকে অবহতি করবে না।’[সূরা ফাতরি ৩৫:১৩-১৪] আল্লাহ উক্ত আয়াতে বর্ণনা করলনে যে একমাত্র তনিইি দোয়ার হকদার। কারণ তনিইি মালকি ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী; অন্য কউে নয়। অন্যান্য উপাস্যগুলো ডাক শুনতইে পায় না; দোয়াকারীর ডাকে সাড়া দওেয়া তো দূররে বষিয়। যদি ধরে নয়ো হয় য,ে তারা শুনে তবুও তারা সাড়া দতি না। কারণ সগেুলো উপকার ও ক্ষত িকরার মালকি নয় এবং সে রকম কছিু করার ক্ষমতা সগেুলোর নইে।

আরবরে যে সকল মুশরকিদরে প্রত িদাওয়াত দয়োর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্ররেতি হয়ছেলিনে, তারা কাফরে হওয়ার কারণ দোয়ার ক্ষত্রেে শরিক করা। কারণ তারা বপিদাপদরে মুহূর্তে ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনষ্ঠি করে দোয়া করত। তারপর সুখ-প্রাচুর্যরে সময়ে তাঁর সাথে অন্যরে কাছে দোয়া করে তাঁকে অস্বীকার করত। আল্লাহ সুবহানাহু বলনে: ‘অতঃপর তারা যখন নৌযানে আরোহণ কর,ে তখন তারা আনুগত্যে বশিুদ্ধ হয়ে একনষ্ঠিভাবে আল্লাহকে ডাক।ে তারপর তনি যিখন স্থলে ভড়িয়িে তাদরেকে উদ্ধার করনে, তখন তারা শরিকে লপি্ত হয়।’[সূরা আল-আনকাবুত ২৯:৬৫] তনি আিরো বলনে: ‘আর সাগরে যখন তোমোদরেকে বপিদ স্পর্শ করে তখন শুধু তনি ছিাড়া অন্য যাদরেকে তোমেরা ডকেে থাক তারা

হারয়িে যায়। অতঃপর তনিি যখন তোমাদরেকে উদ্ধার করে স্থলে আননে তখন তোমেরা মুখ ফরিয়িে নাও।’[সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৬৭] তনিি বলনে: “এমনকি তোমেরা যখন নৌযানে আরোহেন কর এবং সগেুলো আরোহী নয়িে অনুকূল বাতাসে বরেয়িে যায় এবং তারা তাতে আনন্দতি হয, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদকি থকেে উত্তাল তরঙ্গমালা ধয়েে আসে, তারা নশ্চিতি ধারণা করে য,ে তারা ধ্বংসরে কাছাকাছি তখন তারা ধর্মকে আল্লাহ্র জন্য একনষ্ঠি করে তাঁকে ডাকে।’[সূরা ইউনুস ১০:২২]

বর্তমান কছিু মানুষরে শরিক পূর্ববর্তী লোকদরে শরিককে ছাড়য়িে গছে।ে কারণ তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যরে জন্য নানাপ্রকার ইবাদত করে থাক;ে যমেন: দোয়া করা, বপিদে সাহায্য প্রার্থনা; এমনকি চরম বপিদরে মুহূর্তওে। লা হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বল্লিাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নইে, সামর্থ্য নইে)। আমরা আল্লাহর কাছে নরিাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছ।ি

আপনার সঙ্গী আপনাকে যা বলছেনে এর সংক্ষপ্তি উত্তর হলো: মৃত ব্যক্তরি কাছে চাওয়া শরিক। আর যে কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কউে করতে পারে না সটো জীবতি কারো কাছে চাওয়াও শরিক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।